কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ভাইরাসের দ্রুত বিস্তার এবং লকডাউনের ফলে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় যে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটেছে তা বিশ্ব অর্থনীতিতে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। শিল্প উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পরিসেবা খাতের কার্যক্রম, বিশেষ করে পর্যটন, বিমান ও আতিথেয়তা উপখাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থান কার্যক্রমে একটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী চাহিদা, বিশেষত ভোগ এবং বিনিয়োগেও মন্দা ছিল। কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় দেশে দেশে সরকারগণ নানা ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদূর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই সংকট মোকাবেলায় সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত বৈশ্বিক মহামারীর ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় এবং অর্থনীতির উপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং দিক নির্দেশনায় সরকার স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এই কর্মসূচির নিম্নরূপ চারটি প্রধান কৌশলগত দিক রয়েছে:

ক) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা: চাকুরি/কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশ ভ্রমণ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সরকারের ঋণ জিডিপির অনুপাত খুব কম (৩৪ %) হওয়ায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর চাপ পড়েনি এবং সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

খ) আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ প্রণয়ন: উৎপাদন খাতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে, বিশেষ করে উৎপাদনমুখী শ্রমিক ধরে রাখা, প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায় পরিবেশকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ করে রপ্তানিমূখী উৎপাদন শিল্পের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান। এই ক্ষেত্রে প্রধান নীতিগত পদক্ষেপ হ'ল ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে স্বল্প সুদে বেশ কয়েকটি ঋণ সুবিধা প্রদান করা।

গ) সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি: দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, দিনমজুর এবং যারা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছেন তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির সম্প্রসারণ। এক্ষেত্রে প্রধান কার্যক্রমসমূহ হলো: ক) বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, খ) ভর্তুকি মূল্যে খোলাবাজারে খদ্যশস্য ও নিত্যপণ্য বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় (প্রতি কেজি ১০ টাকা), গ) ঝুঁকিতে থাকা লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে নগদ অর্থ প্রদান, ঘ) দেশের সবচেয়ে দারিদ্রপীড়িত ১২৬টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা নীতিমালা অনুযায়ী শতভাগে উন্নীত করা এবং প্রতিবন্ধি ভাতার সম্প্রসারণ; ঙ) দরিদ্র ও গৃহহীণ মানুষের জন্য সারা দেশে বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি।

ঘ) মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা: অর্থনীতিতে তারল্য বজায় রাখার জন্য মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা যাতে মহামারী থেকে উদ্ভূত shock বা আঘাত এর মধ্যেও সহনশীল পর্যায়ে থাকা যায় এবং দৈনন্দিন ব্যবসায় কার্যক্রম সুচারুরুপে সম্পাদন করা যায়। মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সিআরআর (নগদ রিজার্ভ অনুপাত) এবং রেপো হার হ্রাস করেছে এবং প্রয়োজনে তা অব্যাহত থাকবে। তবে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি যাতে বৃদ্ধি না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

এসব কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে সরকার ২৮টি কর্মসূচি সম্বলিত ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার সামগ্রিক একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ (জিডিপির ৬.২৩ %) ঘোষনা করেছে যা জরুরি স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে (পরিশিষ্ট:১)। এসব প্রণোদনা প্যাকেজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল: কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে তৈরি পোষাকসহ রপ্তানিমুখী খাতে রপ্তানি আদেশ বাতিল ও স্থগিত হতে শুরু করে। এতে করে এ খাতের প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়ে। এ অবস্থায় রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে মোট ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। ২৮/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত (সর্বোচ্চ ২ % সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য) এবং এ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সরাসরি শ্রমিকের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়। এ তহবিলের পুরো অর্থই ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ, যায় ৫৩ শতাংশ নারী শ্রমিক-কর্মচারী।

২। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান: কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৩০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় এর আওতা বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এতে সুদের হার ৯ শতাংশ যার মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৪.৫ শতাংশ প্রদান করবেন এবং বাকী ৪.৫ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদেয়। ০৪/০৫/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ হতে রিভলভিং ভিত্তিতে এ কার্যক্রমের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হয়েছে এবং এ প্যাকেজে ৩৩ হাজার কোটি টাকা যোগ করা হয়েছে। ফলে, এ প্যাকেজের আওতা দাঁড়িয়েছে ৭৩,০০০ কোটি টাকা। এই প্যাকেজ আওতায় জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ ৩২,৭২৪.৫৯ কোটি টাকা।

৩। ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান: এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প সুদে মোট ২০,০০০ কোটি টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সুদের হার ৯ শতাংশ যার মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৪.০ শতাংশ প্রদান করবেন এবং বাকী ৫.০ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদেয়। ১৩/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ হতে রিভলভিং ভিত্তিতে এ কার্যক্রমের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হয়েছে এবং আরও ২০ হাজার কোটি টাকা যোগ করা হয়েছে। ফলে, এ প্যাকেজের আওতা দাঁড়িয়েছে ৪০,০০০ কোটি টাকা। জুলাই ২০২১ পর্যন্ত এ প্যাকেজের আওতায় মোট ১৫,৪২৬.৫৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার সুবিধাভোগী ৯৭,৯০৮টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো: ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের আওতায় কাঁচামাল আমদানির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আকার এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয় এবং এর সুদের হার কমিয়ে Variable Rate এর পরিবর্তে ফিক্সড ২ (দুই) শতাংশে নির্ধারন করা হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর ২০২০ এ সুদের হার আরও কমিয়ে ১.৭৫ শতাংশ করা হয়েছে। ০১/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। ৩১/০৭/২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমান হল ১১,৩৫৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫। Pre-shipment Credit Refinance Scheme: রপ্তানিকারকদের রপ্তানির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মোট ৫,০০০ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ১৩/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় পূনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের জন্য জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৩টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

৬। চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি (১০০ কোটি টাকা): কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এককালীন বিশেষ সম্মানি হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে অর্থ বিভাগ হতে ০৯ জুলাই ২০২০ তারিখে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। উক্ত পরিপত্র অনুসারে বিশেষ সম্মানির জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা চূড়ান্ত করে এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি নিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সরকারি আদেশ জারী করেছে। ইতোমধ্যেই মোট ২০,৮৪৫ জন ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের দুই মাসের মূল

বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন বিশেষ সম্মানি বাবদ ১১০.৭৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সম্মানী প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৭। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ (৭৭০ কোটি টাকা): কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে লকডাউন ও সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত মাঠ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালনকালে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় তার পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৭০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৮। বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ: ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারনে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য এই প্যাকেজের আওতায় জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাউল, ত্রান (নগদ) ও শিশু খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল, মে ও জুন- তিন মাসে এই প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ১,৪১৯ কোটি টাকার জরুরি খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

৯। ১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়: এই প্যাকেজটি দুই ভাগে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যথা: (ক) সারাদেশে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়ের চলমান কার্যক্রম বেগবান করা যা ২০২০ সালের এপ্রিল ও মে- দুই মাসে বাস্তবায়িত হয়, (খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও জেলা শহরসমূহে কার্ডের মাধ্যমে ১০/- টাকা কেজি দরে বিশেষ ওএমএস চাল বিক্রি করা যা ২০২০ সালের এপ্রিল, মে, ও জুন- তিন মাসে বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে, সারাদেশে সকল ইউনিয়নে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১০.৩৬ লক্ষ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস এর আওতায় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬৮ হাজার মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

১০। লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ: সারাদেশে নির্বাচিত ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে মোট ১,২৫৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করার লক্ষ্যে এই প্রণোদনা প্যাকেজটি গঠন করা হয়েছে। এর আওতায় অদ্যাবধি মোট ৩৪,৯৭,৩৫৩ জন উপকারভোগী বরাবর ২,৫০০ টাকা হারে মোট ৮৭৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, G2P (Government to Person) পদ্ধতিতে এই অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সুবিধা গ্রহণকারীর মধ্যে রয়েছে দিনমজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, মটরশ্রমিক ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত লোকজন।

১১। ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি: দেশের তুলনামূলকভাবে বেশি দরিদ্র ১১২টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করা এবং দেশব্যাপী প্রতিবন্ধি ভাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রণোদনা প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় উক্ত ৩ প্রকার উপকারভোগীর সংখ্যা ৯,৪৮,০০০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করছে। জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৫৯৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১২। গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ: দরিদ্র ও গৃহহীনদের জন্য সারাদেশে গৃহ নির্মানের উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজের অধীনে মোট ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহনির্মাণে ২০২০-২১ অর্থবছরে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ১,৫০০ কোটি এবং আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৫৮৫ কোটি টাকাসহ মোট ২,০৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ১,১৮,৩৮০ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, যার উপকারভোগীর সংখ্যা হলো ৫,৯১,৯০০ জন।

১৩। কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ (৩,২২০ কোটি টাকা): কৃষির আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রধান মৌসুমসমূহে শ্রমিক সংকট সমাধানসহ সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি (যেমন: কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার) বিতরণ বাবদ মোট ৩,২২০ কোটি টাকা বরাদ্দ সম্বলিত এই প্রণোদনা প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৬৫.১৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ২০৮.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২২৮.৩৬ কোটি টাকা। ২০২১-

২২ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৮০ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত ৫০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪,৩৫৫টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

১৪। কৃষি ভর্তুকি (৯,৫০০ কোটি টাকা): ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমান ছিল ৮,০০০ কোটি টাকা। করোনা সংকটের মুখে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৯,৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল কৃষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ ভর্তুকি কার্যক্রমের উপকারভোগী।

১৫। কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে মাথায় রেখে কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে মোট ৫,০০০ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা সম্বলিত কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪,২৯৫.১৪ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরনের মেয়াদ ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় জুলাই, ২০২১ তারিখ হতে আরও ৩,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়। ফলে, এ প্যাকেজের আকার দাঁড়িয়েছে ৮,০০০ কোটি টাকা।

১৬। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম: নিম্ন আয়ের পেশাজীবি কৃষক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩,০০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এই প্যাকেজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট হতে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে সার্কুলার/গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে এবং ০১ জুন ২০২০ হতে প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ৪২টি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ৩,৪৬১.৭৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩৮টি তফসিলি ব্যাংক ইতোমধ্যে ২,৭৯০.৩৪ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে এবং ২,১৭৪.৩১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ১৪০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩,৭১,৮৫২ জন নিম্ন আয়ের পেশাজীবি, কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে এ স্কিম হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুকূলে ১,৬১২.১৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

১৭। কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে, ২,০০০ কোটি টাকা): অর্থ বিভাগ হতে গত ০৭/০৮/২০২০ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং PKSF-এর প্রত্যেকের বরাবর ২৫০ কোটি টাকা করে সর্বমোট ১,০০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো এ অর্থের মাধ্যমে ঋণ প্রদান স্কিম চালু করছে। ইতোমধ্যে ৪২৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো এ অর্থের মাধ্যমে ঋণ প্রদান স্কিম চালু করেছে। পুনরায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কর্মসংস্থান ব্যাংককে ৫ বছর মেয়াদে ৭০০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করেছে এবং করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আয় উৎসারী কর্মকান্ড চলমান রাখার জন্য আনসার ও ভিডিপি ব্যাংকের অনুকূলে তিন বছর মেয়াদে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করেছে। যার মধ্যে কৃষিখাতে ৩০০ কোটি ও ক্ষুদ্রঋণ খাতে ২০০ কোটি টাকা রয়েছে।

১৮। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি (২,০০০ কোটি টাকা): এই প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এপ্রিল ও মে, ২০২০ মাসের সুদ আদায় স্থগিত করার কারণে মোট সুদ ১৬, ৫৪৯ কোটি টাকার মধ্যে সরকার ২,০০০ কোটি টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ভতুর্কি হিসেবে প্রদান করেছে, যা আনুপাতিক হারে ঋণ গ্রহীতাগণকে পরিশোধ করতে হবে না। এ বিষয়ে সার্কুলার/গাইডলাইন জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে পাওয়া আবেদনের ভিত্তিতে সুদ ভর্তুকি বাবদ ১,৩৯০.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

১৯। কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (CMS) উদ্যোক্তা খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম: এই প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গত ২৭ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখ সার্কুলার জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ২০২০ সালে ২৫টি তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৯৬১.৫২ কোটি টাকার পোর্টফলিও গ্যারান্টি লিমিট প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি ব্যাংক ও ৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত ২৭৪ টি ঋণ আবেদনের বিপরীতে মোট ২৯.০৪ কোটি টাকার গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালে ২৬টি তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পিএফআই চুক্তির জন্য আবেদন করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০। রপ্তানীমুখী তৈরি পোষাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম (ক্যাশ ট্রান্সফার): এই প্রণোদনা প্যাকেজটি গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ কার্যক্রমের নীতিমালা গেজেট আকারে জারী করেছে। অর্থ বিভাগ হতে এ কার্যক্রমে ইতোমধ্যে ৫০ কোটি টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প সংগঠন হতে প্রাপ্ত তালিকা সমন্বয় করে MIS প্রস্তুত করেছে এবং ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২১। ৮ টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন: গ্রামীণ অর্থনীতির উত্তরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তা তৈরি, গ্রামীণ জনপদে নতুন কর্মসৃজন এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্যাকেজটি গৃহীত হয়েছে। অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রণোদনা প্যাকেজটি বাস্তবায়ন করছে। অর্থ বিভাগ ৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরের ৫৭০ কোটি টাকা ছাড় করেছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৯৩০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

২২। বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ: এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০টি উপজেলায় দরিদ্র সকল বয়স্কদের এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা সকলকে ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে।

২৩। ২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ: করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিতে ২০২০ সালের অনুরূপ ২০২১ সালেও নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় সারাদেশে নির্বাচিত ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে পুনরায় ২,৫০০ টাকা করে মোট ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং গত ০৪-০৯ এপ্রিল ২০২১ সময়ে ঝড়ো হাওয়া, তাপদাহ ও শিলাবৃষ্টিতে ফসলি জমি নষ্ট হওয়ায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৬ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯৭,৫০৫ জন কৃষককে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ২৪.৫৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। দু'টো সহায়তাই দেয়া হয়েছে G2P পদ্ধতিতে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নন-এমপিও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১,০৫,৭৮৫ জন ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৬১,৪৪০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে অনুদান প্রদান করার লক্ষ্যে ৭৪.৮১৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২৪। দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নতুন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় করোনা ভাইরাসের চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের আওতায় ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জনপ্রতি নগদ ২,৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান হয়েছে।

২৫। শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ১৪ দিন পর্যন্ত সারা দেশে ৮১৩টি কেন্দ্রে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম (চাল ২০,০০০ মে. টন ও আটা ১৪,০০০ মে.টন) পরিচালনা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নতুন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় করোনা ভাইরাসের চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অতিরিক্ত ২০,০০০ মেট্রিক টন চাল ও ১৪,০০০ মেট্রিক টন গম (আটা) বরাদ্দ করা হয়। নতুন এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২৫ জুলাই ২০২১ হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে ৮১৩টি কেন্দ্রে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২৬। ৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান: এ প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে অতিরিক্ত ১০০ কোটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৩৩৩ ফোন নম্বরে অনুরোধকারী ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২৭। গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান: গ্রামীণ এলাকায় নতুন কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রত্যেককে ৫০০ কোটি টাকা করে মোট ১,৫০০ কোটি বিশেষ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজের আওতায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা (৪ % সুদে) কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩,২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত এই বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রণোদনা প্যাকেজটি বাস্তবায়ন করছে। অর্থ বিভাগ এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত ছাড় করা হবে।

২৮। পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান:

পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ১ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ এ ঋণ প্রদান করবে। এই ঋণ সুবিধায় সুদের হার হবে ৮.০ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে।

উপরে বর্ণিত ২৮টি প্যাকেজের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই তহবিল হতে মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১১৫.৬৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং অনুদান প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এই তহবিল হতে অনুদান দেওয়া হচ্ছে এতিম ও দুঃস্থ শিক্ষার্থী, অসহায় ও গরীব আলেম-ওলামা, ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী, করোনার কারণে আয়ের সুযোগ কমে যাওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, কর্মহীন ও অস্বচ্ছল শিল্পী, কলা-কুশলী, কবি-সাহিত্যিক, করোনায় আক্রান্ত সাংবাদিকদের পরিবারসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে।

অর্থ বিভাগ বর্ণিত এ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও প্রণোদনা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাজায় রাখতে অর্থ বিভাগ হতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এসব প্রতিবেদনের উপর ভিত্তিকরে প্রণোদনা কার্যক্রমসমূহের রূপরেখা প্রনীত হয়। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থবিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। পাশাপাশি, প্রণোদনা কার্যক্রমের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটিও অর্থ বিভাগ হতে করা হচ্ছে।

২০২০ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের উদ্যোগে কোভিড-১৯ মহামারি প্রেক্ষিতে দেশের অর্থনীতির উপর এর প্রভাব এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য নেয়া সরকারের নানাবিধ কার্যক্রমের (প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ) উপর তিন পর্বের একটি সিরিজ মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। এ সভায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক, দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান, গণমাধ্যমকর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও মতামত প্রদান করেন। উক্ত সিরিজ মতবিনিময় সভার সুপারিশ ও মতামতগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এ সুপারিশের ভিত্তিতে কয়েকটি নতুন প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে এবং আরো কয়েকটি প্যাকেজের সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি পরিমার্জন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে যে, সংকট মোকাবেলায় সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক ধাক্কাকে ভালভাবে মোকাবিলা করেছে। যদিও ২০২০ সালে এপ্রিল এবং মে মাসে রপ্তানি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু জুন ২০২০ থেকে এর পুনরুদ্ধার শুরু হয় এবং ২০২০-২১

অর্থবছরে রপ্তানিতে ১৫.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে প্রবেশ বিঘ্নের কারণে রেমিটেন্স প্রবাহ হ্রাস পাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, ২০২০ সালের জুন থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিটেন্স প্রবাহ আগের বছরের চেয়ে ৩৬.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানির প্রবৃদ্ধি এবং রেমিটেন্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে ২০২১ সালের আগস্ট মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড ৪৮.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু, পণ্য ও খাদ্যদ্রব্যের দামও স্থিতিশীল রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ঘর বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন।

করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত অর্থনৈতিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ বিষয়ক ডায়লগ সিরিজ।

করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত অর্থনৈতিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ বিষয়ক ডায়লগ সিরিজ।